যাকাত

Reference: https://www.intellectssociety.org/wp-content/uploads/2020/04/Sahih-Al-BukhariTawheed-PublicationPart_2_QA-1.pdf

১৩৯৫. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসেবে) প্রেরণ করেন। অতঃপর বললেন, সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহবান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফার্‌য করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে সদাকাহ (যাকাত) ফার্‌য করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রদের মাঝে প্রদান করা হবে। (১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭, ৭৩৭১, ৭৩৭২) (আ.প্র. ১৩০৫, ই.ফা. ১৩১০)

১৩৯৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুইন নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, **আমাকে এমন একটি আমলের** কথা বলুন যদি আমি তা সম্পাদন করি তবে জান্নাতে প্রবেশ করবো। রসূল (ﷺ) **বললেন ঃ আল্লাহর** 'ইবাদাত করবে আর তার সাথে অপর কোন কিছু শরীক করবে না। **ফার্‌য সালাত আদায় করবে, ফার্‌য** যাকাত প্রদান করবে, রমাযান মাসে সিয়াম পালন করবে। সে বলল, **যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে** তার শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশী করবো না। যখন সে ফিরে গেল, **নাবী (ﷺ) বললেন ঃ** যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে পছন্দ করে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়। (আ.প্র. ১৩০৭, ই.ফা. ১৩১২)

আবূ যুর'আ (রহ.)-**এর মাধ্যমে নাবী (ﷺ)** থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। (মুসলিম ১/৪, হাঃ ১৪, আহমাদ ৫৮৩২) (আ.প্র. নাই, ই.ফা. ১৩১৩)

১৩৯৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় আরবের কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়। তখন 'উমার (রাঃ) [আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে] বললেন, আপনি (সে সব) লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন (যারা সম্পূর্ণ ধর্ম পরিত্যাগ করেনি বরং যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে মাত্র)? অথচ আল্লাহর রসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে, যে কেউ তা বললো, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিলো। তবে ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করলে (শাস্তি দেয়া যাবে), আর তার অন্তরের গভীর (হৃদয়াভ্যন্তরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে এর) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর যিম্মায়। (১৪৫৭, ৬৯২৪, ৭২৮৪) (আ.প্র. ১৩০৯, ই.ফা. ১৩১৫)

১৪০০. আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করবো যারা সলাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কেননা যাকাত হল সম্পদের উপর আরোপিত হাক্ব। আল্লাহর কসম। যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো। 'উমার (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর হৃদয় বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ। (১৪৫৬, ৬৯২৫, ৭২৮৫) (মুসলিম ১/৮, হাঃ ২০, আহমাদ ২৪, ১০৮) (আ.প্র. ১৩০৯ শেষাংশ, ই.ফা. ১৩১৫ শেষাংশ)

১৪০২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের উটের (উপর দরিদ্র, বঞ্চিত, মুসাফিরের) হক আদায় না করবে, (ক্বিয়ামাত দিবসে) সেই উট দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে খুর দিয়ে আপন মালিককে পিষ্ট করবে এবং যে ব্যক্তি নিজের বকরীর হক আদায় না করবে, সে বকরী দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে মালিককে খুর দিয়ে পদদলিত করবে ও শিং দিয়ে আঘাত করবে। উট ও বকরীর হক হলো পানির নিকট অর্থাৎ (ঘাটে) জনসমাগম স্থলে– ওদের দোহন করা (ও দরিদ্র বঞ্চিতদের মধ্যে দুধ বন্টন করা)। নাবী (ﷺ) আরো বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কিয়ামাত দিবসে (হাক্ব অনাদায়জনিত কারণে শাস্তি স্বরূপ) কাঁধের উপর চিৎকাররত বকরী বহন করে (আমার নিকট) না আসে এবং বলে, হে মুহাম্মদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলব ঃ তোমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আমি তো (হক অনাদায়ের পরিণতির কথা) পৌঁছে দিয়েছি। আর কেউ যেন চিৎকাররত উট কাঁধের উপর বহন করে এসে না বলে, হে মুহাম্মাদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলব ঃ তোমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো (শেষ পরিণতির কথা) পৌঁছে দিয়েছি। (২৩৭৮, ৩০৭৩, ৬৯৫৮, মুসলিম ১২/৬, হাঃ ৯৮৭, আহমাদ ৭৫৬৬) (আ.প্র. ১৩১১, ই.ফা. ১৩১৭)

১৪০৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামাতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) তিলাওয়াত করেন :

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (آل عمران: ١٨٠)

"আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই ক্বিয়ামাত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে"– (আলু 'ইমরান ঃ ১৮০)। (৪৫৬৫, ৪৬৫৯, ৬৯৫৭) (আ.প্র. ১৩১২, ই.ফা. ১৩১৮)

১৪০৫. আবূ সা'ঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ পাঁচ উকিয়ার কম সম্পদের উপর যাকাত (ফারয) নেই এবং পাঁচটি উটের কমের উপর যাকাত নেই। পাঁচ ওয়াসাক[৩৩] এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যাকাত নেই। (১৪৪৭, ১৪৫৯, ১৪৮৪, মুসলিম ১২/১, হাঃ ৯৭৯, আহমাদ ১১২৫৩) (আ.প্র. ১৩১৪, ই.ফা. ১৩২০)

১৪০৯. ইব্নু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, কেবল মাত্র দু'ধরনের ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা রাখা যেতে পারে, একজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং ন্যায় পথে তা ব্যয় করার মত ক্ষমতাবান করেছেন। অপরজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ দীনের জ্ঞান দান করেছেন (আর তিনি) সে অনুযায়ী ফয়সালা দেন ও অন্যান্যকে তা শিক্ষা দেন। (৭৩) (আ.প্র. ১৩১৭, ই.ফা. ১৩২৩)

১৪১০. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদাকাহ করবে, (আল্লাহ তা কবূল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবূল করেন আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত[৩৪] দিয়ে তা কবূল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সদাকাহ পাহাড় বরাবর হয়ে যায়। (আ.প্র. ১৩১৮)

১৪২৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সে দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের ভিতর গড়ে উঠেছে। (৩) যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মাসজিদের সাথে থাকে। (৪) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের উপর। (৫) এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহ্বান জানিয়েছে। তখন সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সদাকাহ করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়ে পড়ে। (৬৬০) (আ.প্র. ১৩৩১, ই.ফা. ১৩৩৭)

১৪২৭. হাকীম ইব্নু হিযাম (রাঃ)-এর সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তুমি বহন কর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে সদাকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা হতে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা হতে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। (আ.প্র. ১৩৩৫, ই.ফা. ১৩৪১)

১৪৩০. 'উকবাহ ইব্‌নু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আল্লাহর রসূল (ﷺ) আসরের সলাত আদায় করে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বিলম্ব না করে বের হয়ে আসলেন। আমি বললাম বা তাঁকে বলা হলো, এমনটি করার কারণ কী? তখন তিনি বললেন ঃ ঘরে সদাকাহর একখণ্ড সোনা রেখে এসেছিলাম কিন্তু রাত পর্যন্ত তা ঘরে থাকা আমি পছন্দ করিনি। কাজেই তা বণ্টন করে দিয়ে এলাম। (৮৫১) (আ.প্র. ১৩৩৭, ই.ফা. ১৩৪৩)

১৪৫৮. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন মু'আয (ইব্‌নু জাবাল) (রাঃ)-কে শাসনকর্তা হিসেবে ইয়ামান দেশে পাঠান, তখন বলেছিলেন ঃ তুমি আহলে কিতাব লোকদের নিকট যাচ্ছো। সেহেতু প্রথমে তাদের আল্লাহর 'ইবাদাতের দাওয়াত দিবে। যখন তারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে, তখন তাদের তুমি বলবে যে, আল্লাহ দিন-রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফার্‌য করে দিয়েছেন। যখন তারা তা আদায় করতে থাকবে, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফার্‌য করেছেন, যা তাদের ধন-সম্পদ হতে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে। যখন তারা এর অনুসরণ করবে তখন তাদের হতে তা গ্রহণ করবে এবং লোকের উত্তম[৪৪] মাল গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। (১৩৯৫, মুসলিম ১/৭, হাঃ ১৯, আহমাদ ২০৭১) (আ.প্র. ১৩৬৪, ই.ফা. ১৩৭০)

১৪৬৫. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ) মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। তিনি বললেন ঃ আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশঙ্কা করছি তা হলো এই যে দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য (ধন-সম্পদ) তোমাদের সামনে খুলে দেয়া হবে। এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কল্যাণ কি কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে? এতে নাবী (ﷺ) নীরব হলেন। প্রশ্নকারীকে বলা হলো, তোমার কী হয়েছে? তুমি নাবী (ﷺ)-এর সাথে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমাকে জওয়াব দিচ্ছেন না? তখন আমরা অনুভব করলাম যে, নাবী (ﷺ)-এর উপর ওয়াহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাঁর ঘাম মুছলেন এবং বললেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়? যেন তার প্রশ্নকে প্রশংসা করে বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। অবশ্য বসন্ত মৌসুম যে ঘাস উৎপন্ন করে তা (সবটুকুই সুস্বাদু ও কল্যাণকর বটে তবে) অনেক সময় হয়ত (ভোজনকারী প্রাণীর) জীবন নাশ করে অথবা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে ঐ তৃণভোজী জন্তু, যে পেট ভরে খাওয়ার পর সূর্যের তাপ গ্রহণ করে এবং মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব করে এবং পুনরায় চলে (সেই মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় তেমনি) এই সম্পদ হলো আকর্ষণীয় সুস্বাদু। কাজেই সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম, যে এই সম্পদ থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরকে দান করে অথবা নাবী (ﷺ) যেরূপ বলেছেন, আর যে ব্যক্তি এই সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খেতে থাকে এবং তার পেট ভরে না। ক্বিয়ামাত দিবসে ঐ সম্পদ তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। (আ.প্র. ১৩৭১, ই.ফা. ১৩৭৭)

১৪৬৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক আনসারী সাহাবী আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে চাওয়া হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নি'আমত কাউকে দেয়া হয়নি। (৬৪৭০, মুসলিম ১২/৪২, হাঃ ১০৫৩, আহমাদ ১১৮৯০) (আ.প্র. ১৩৭৫, ই.ফা. ১৩৮১)

৪৮ যে সমস্ত মালের যাকাত দেয়া ওয়াজিব ও তার নিসাবের পরিমাণ :

(১) সোনা, রূপা ও নগদ টাকার যাকাত ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة: من الآية ٣٤)

যারা সোনা, রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদের কঠিন আযাবের সংবাদ দাও। (সূরা ঃ আত্-তাওবাহ ৩৪ আয়াত)

নগদ টাকা, সোনা, রূপা ইত্যাদির যাকাত ঃ (ক) সোনা ঃ ২০ দিনার বা ৮৫ গ্রাম ওজনের অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা সোনা হলে তাতে ৪০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ। (খ) রূপা ঃ এটা যখন ৫৯৫ গ্রাম অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা হবে তখন শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে–(বুখারী, মুসলিম)। (গ) নগদ টাকা ঃ এটা সোনা বা রূপা যে কোন একটির নিসাব পরিমাণ নগদ টাকা থাকলেই যাকাত দিতে হবে শতকরা আড়াই ভাগ। (বুখারী)

উলামাদের ফাতাওয়া অনুযায়ী টাকার ক্ষেত্রে স্বর্ণের নিসাবের অপেক্ষা না করে গরীব-মিসকীনের হক্বকে অগ্রাধিকার দিয়ে রূপার নিসাব অনুযায়ী যাকাত প্রদান করাই উত্তম।

(২) যমীনের ভিতর হতে যে সমস্ত ফল ও ফসল বের হয় তার যাকাত– আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (الأنعام: من الآية ١٤١)

আর তোমরা ফসলের হকসমূহ আদায় কর যেদিন ফসল কর্তন কর সেদিনই– (সূরা আন-আম ১৪১)। রসূল (সঃ) বলেছেন, যে ফসল বৃষ্টির পানিতে ও ভূ-গর্ভস্থ পানিতে উৎপন্ন হয় তার উপর ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর যে ফসল সেচের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাতে ২০ এর ১ ভাগ যাকাত দিতে হয়। (বুখারী)

ফসল ও ফল এর নিসাব এর পরিমাণ হল ঃ পাঁচ ওয়াসাক বা ৬১২ কেজি (কিলোগ্রাম)। যদি সেচ ছাড়াই উৎপাদিত হয় তখন ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর সেচ দ্বারা উৎপন্ন হলে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। (মুসনাদ আহমাদ)

(৩) ব্যবসার জিনিসের যাকাত ঃ যে সমস্ত জিনিস ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন– জায়গা-জমিন, খাদ্য, পানীয়, লোহা, গাড়ী, কাপড় ইত্যাদি দোকানে ছোট-বড় জিনিস যা আছে প্রত্যেক দোকানদারের উপর ওয়াজিব হচ্ছে এসবের তালিকা উত্তমরূপে প্রস্তুত করা। তারপর ঐ হিসাব মত যাকাত আদায় করতে হবে।

সাড়ে সাত তোলা খাঁটি সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের পরিমাণ ব্যবসার মাল থাকলে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হবে। (বুখারী)

(৪) **গবাদি পশু ঃ এগুলোর মধ্যে** শামিল হবে গরু, ছাগল, উট ইত্যাদি গৃহপালিত পশু। তবে এতে শর্ত হল এগুলো মাঠে চরা পশু হতে হবে এবং এগুলি দুধ কিংবা আর্থিক লাভের জন্য পালন করা হতে হবে। আর তাদের নিসাব পূর্ণ হতে হবে। মাঠে চরার শর্ত হল, সমস্ত বছর বা বছরের বেশীর ভাগ সময় চরতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে না। (ক) উট ঃ এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হল ৫টি। এর যাকাত দিতে হবে ১টি ছাগল। (খ) গরু ঃ এর সর্বনিম্ন নিসাব হল ৩০টি। এর যাকাত দিতে হবে ১ বছরের ১টি বাছুর। (গ) ছাগল ঃ এর সর্বনিম্ন নিসাব হল ৪০টি। এর যাকাত দিতে হবে ১টি ছাগল। কিন্তু ব্যবসার জন্য যদি তাদের পালন করা হয় তবে তা মাঠেই চরানো হোক কিংবা ঘরেই ঘাস খাক, তার যাকাত হবে মূল্য হিসাবে।

পশুর নিসাব ও যাকাত এর বিস্তারিত তালিকা

গরু ও মহিষের যাকাতের হার–

১। ৩০টি হতে ৩৯টি পর্যন্ত হলে ১ বৎসর বয়সের ১টি গরু।
২। ৪০টি " ৫৯টি " " ২ " " ১টি "।
৩। ৬০টি " ৬৯টি " " ১ " " ২টি "।
৪। ৭০টি " ৭৯টি " " ২ " " ১টি ও ১ বছর বয়সের ১টি গরু।
৫। ৮০টি " ৮৯টি " " ২ " " ২টি গরু।
৬। ৯০টি " ৯৯টি " " ১ " " ৩টি গরু।
৭। ১০০ " ১০৯টি হলে ১টা ২ বছর বয়সের ও ২টি ১ বছর বয়সের গরু।
৮। ১১০ " ১১৯টি " ১টা ১ " " ১টি ও ২ বছর বয়সের ২টি গরু।

মোট কথা প্রতি ৩০টি গরুর জন্য ১টি ১বছর বয়সের গরু এবং প্রতি ৪০টির জন্য ১টি ২ বছর বয়সের গরু যাকাত হিসেবে আদায় করতে হয়।

ছাগল, ভেড়া ও মেষের যাকাতের হার ঃ

১। ৪০টি হতে ১২০টি পর্যন্ত হলে ১টি ছাগল/ভেড়া/মেষ।
২। ১২১টি " ২০০টি " " ২টি " " "।
৩। ২০১টি " ৩০০টি " " ৩টি " " "।
৪। অতঃপর প্রতি ১০০টির জন্য ১টি করে বাড়বে। (আবূ দাউদ)

উটের যাকাতের হার ঃ

১। ৫টি হতে ৯টি পর্যন্ত হলে ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।
২। ১০টি " ১৪টি " " ২টি " " " "।
৩। ১৫টি " ১৯টি " " ৩টি " " " "।
৪। ২০টি " ২৪টি " " ৪টি " " " "।
৫। ২৫টি " ৩৫টি " " ১ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত দিতে হবে।
৬। ৩৬টি " ৪৫টি " " ২ " " ১টি " " " "।
৭। ৪৬টি " ৬০টি " " ৩ " " ১টি " " " "।
৮। ৬১টি " ৭৫টি " " ৪ " " ১টি " " " "।
৯। ৭৬টি " ৯০টি " " ২ " " ২টি " " " "।
১০। ৯১টি " ১২০টি " " ৩ " " ২টি " " " "।
১১। ১২০ এর বেশী হলে– প্রতি ৪০টির জন্য ১টি করে ২ বছর বয়সের উটনী এবং এরপরে; প্রতি ৫০টি উটে ৪ বছর বয়সের ১টি উটনী দিতে হবে।